তারিখ ... 29 DEC 2016 ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

সংবাদ

বিত্তবানদের সম্পদের ওপর শিক্ষাকর আরোপের পরামর্শ সিপিডির

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

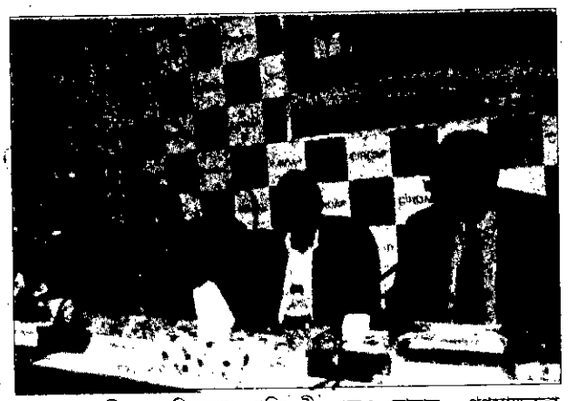

শিক্ষা খাতের বরাদ্দ বাড়ানোর জন্য বিত্তবানদের সম্পদের ওপর শিক্ষাকর আরোপের পরামর্শ দিয়েছেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মানিত ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, আমাদের বাজেটে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ কম। শিক্ষায় বরাদ্দ বাড়াতে হবে। প্রয়োজনে এয়ার টিকিটের ওপরে করারোপ করা যেতে পারে। ধনীদের সম্পদের ওপরও শিক্ষাকর আরোপ করা যেতে পারে।

গতকাল রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও আগামীর ভাবনা নিয়ে 'এজেন্ডা ২০৩০ : শিক্ষার নতুন দিগন্ত' শীর্ষক এক সভায় তিনি এ পরামর্শ দিয়েছেন। গণসাক্ষরতা অভিযান এবং এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্লাটফর্ম, বাংলাদেশ আয়োজিত এ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এমএ মান্নান। গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরীর সঞ্চালনায় সভায় আরও বক্তব্য রাখেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা হোসেন জিল্লুর রহমান, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য ড. শামসুল আলম, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব বিত্তবানদের : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৫

বিত্তবানদের : সম্পদের

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

চৌধুরী মুফাদ আহমদ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন সিপিডির সম্মানিত ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মনজুর আহমেদ।

দেবপ্রিয় বলেন, দেশে শিক্ষা খাতের বরাদ্দ খুবই কম। মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপির) মাত্র ২ শতাংশ বরাদ্দ দেয়া হয়। এ বরাদ্দ বাড়াতে হবে। বিত্তবানদের শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য কর দিতে হবে। বিত্তবানদের ওপর শিক্ষাকর আরোপের সুযোগ আছে। ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারকারীদের ক্রেডিট কার্ডের ওপর একটি নির্দিষ্ট হারে শিক্ষাকর আরোপ করা যেতে পারে। আবার যারা বিমানে যাতায়াত করেন, তাদের বিমানের টিকিটের ওপর শিক্ষাকর আরোপের সুযোগ আছে। সরকারের নীতিনির্ধারণী মহলকে বিষয়টি বিবেচনায় নিতে হবে। তিনি বলেন, শিক্ষাজীবন শেষ করার পর ৪০ শতাংশ বেকার থাকছে। এই ৪০ শতাংশ শিক্ষার্থী কী শিক্ষা পেল, যে তার কোন কাজ পেল না। বিষয়টি নিয়ে ভাবতে হবে সরকারকে।

সেমিনারে অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এমএ মান্নান বলেন, অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে সব সময় আন্তরিক সরকার। কিন্তু সরকার চাইলেই সব সময় অর্থ ব্যয় করতে পারে না। এক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিকসহ বিভিন্ন চাপ মোকাবিলা করতে হয় সরকারকে। যে রিসোর্স (সম্পদ) আমাদের হাতে আছে এগুলোর ওপর এতো চাপ বিভিন্ন মহল থেকে, সেগুলো যেকোন রাজনৈতিক সরকারের পক্ষে মোকাবিলা করা কষ্টকর। নানা ধরনের বিভিন্ন মহল থেকে চাপ থাকে, এগুলো সম্বন্ধে আমি আশা করব, আপনারা বিশেষ করে সিভিল সোসাইটি (সুশীল সমাজ) সোচ্চার হবেন যে ব্যয়টা কোথায় হচ্ছে।

তিনি বলেন, শিক্ষা খাতের অবকাঠামো নির্মাণে গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার। ফলে এ খাতের ব্যয় ক্রমান্বয়ে বাড়ানো হচ্ছে। নারীদের জন্য পৃথক সুবিধা নিশ্চিত করতেও বিশেষ মনোযোগী সরকার। এছাড়া সরকারি অর্থ ব্যয়ে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে সুশীল সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। কোথায় কোন অর্থ ব্যয় হচ্ছে- সে বিষয়ে সুশীল সমাজকে সচেতন হতে হবে। এতে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যয় নিশ্চিত হবে।

সম্মানিত অতিথির বক্তব্যে হোসেন জিল্লুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান ডিগ্রি কলেজের থেকেই দুর্বল বলে মন্তব্য করেছেন। অন্যদিকে, ৬৫ হাজার কিন্ডারগার্টেন স্কুল কোন ফ্রেমওয়ার্ক ছাড়াই চলছে উল্লেখ করে গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী শিক্ষা আইনে সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিবন্ধিত হওয়ার বিধান রাখার দাবি জানান।

পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য ড. শামসুল আলম বলেছেন, দেবপ্রিয় যে প্রস্তাব দিয়েছেন তা বিবেচনায় নেয়া হবে। তবে আমরা যে উন্নয়ন বাজেট করি, কোন মন্ত্রণালয় এর ৮০-৮১ শতাংশের বেশি খরচ করতে পারে না। কাজেই বাস্তবায়ন ফলপ্রসূ না করে বাজেট বরাদ্দ বাড়ালেই তা কাজে আসবে না। আমাদের অর্থের অপ্রতুলতা আছে- এটা সত্য। মূলত বরাদ্দ ব্যয়ের দক্ষতা বাড়ানো সম্ভব হলে অর্থ সংকটের সমাধান হবে। ব্যয়ে অদক্ষতার জন্য আমরা অনেক পিছিয়ে পড়ছি। তিনি বলেন, শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করা প্রয়োজন। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার মান বজায় থাকছে কিনা- তা গভীরভাবে খেয়াল রাখতে হবে। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রেও স্বচ্ছতা থাকতে হবে। কোনরকম সুপারিশ ছাড়া নিয়োগ দিতে পারলে যোগ্যরা শিক্ষকতা পেশায় আসবে।

অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মনজুর আহমেদ। তিনি বলেন, আমাদের দেশের স্কুলগুলো প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিয়ন্ত্রিত। এতে শিক্ষা ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। পৃথিবীর অন্য কোন দেশে দুই মন্ত্রণালয়ের অধীনে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয় না। তিনি বলেন, দেশের ডিগ্রি কলেজগুলো অত্যন্ত নিম্নমানের। এসব কলেজ থেকে পাস করা শিক্ষার্থীরা প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি স্কুলের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পান। আর যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা শিক্ষকতায় আসতে চান না। এতে শিক্ষার মান ক্ষুণ্ন হয়। মূলত শিক্ষা খাতে সরকারের বাজেট অপ্রতুল বলেই এমনটি হচ্ছে।